ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 06. No. 01. December 2011

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা: বিজয়ের সত্য ইতিহাস

মো. সুলতান মাহমুদ*

১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মত ও পথের যত ব্যবধানই থাকনা কেন দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও বিজয়ের প্রশ্নে কোনো মতদ্বৈততা কিংবা বিতর্ক থাকা উচিত নয়। দেশব্যাপী দিবসটি পালিত হয় যথাযোগ্য মর্যাদায় ও নানাবিধ আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা ও বিজয় খুব সহজে অর্জিত হয়নি। প্রায় ত্রিশ লাখ শহীদের এক সাগর রক্ত এবং প্রায় তিন লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এই মহান বিজয়। স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে ২৩ বছরের বহু ত্যাগ, দীর্ঘ সংগ্রাম ও অনেক কান্না এবং বেদনার ইতিহাস জড়িয়ে আছে। রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির লোভে আবদ্ধ হয়ে দীর্ঘদিন যাবত দিবালোকের মতো স্পষ্ট ঘটনা ও প্রকৃত ইতিহাসকে বিতর্কিত, বিকৃত, অস্পষ্ট ও ঘোলাটে করা হয়েছে। এতে এদেশের তরুণ সমাজের এক বড় অংশ স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাসের সঠিক জ্ঞান ও ধারণা হতে বঞ্চিত হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঘোষিত হয়েছে স্বাধীনতা এবং ১৬ ডিসেম্বর যে বিজয় অর্জিত হয়েছে তার প্রকৃত ইতিহাস ও বাস্তবতা প্রত্যেকের সঠিকভাবে জানা বিশেষ প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তার অনুধাবনে আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা বিশেষ করে বিভিন্ন প্রবন্ধ বিশেণ্ডষণ এবং স্বাধীনতার দলিলাদি ও ইতিহাস পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বাস্তব কিছু চিত্র তুলে ধরার এই সামান্য প্রয়াস।

যেভাবে ১৯৪৭ সালে ১৪ ও ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ শাসন থেকে পাকিস্তান ও ভারত মুক্তি লাভ করেছিল কিংবা আলাদা হয়েছিল সেভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চে স্বাধীনতা ও ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়ের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে উপমহাদেশের দুই প্রান্তে অবস্থিত দেড় হাজার মাইল ব্যবধানের দুই অঞ্চলের জোড়া লাগানো পাকিস্তানের জন্মলগ্ন হতেই সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদ কায়েমী স্বার্থবাদী আমলা চক্রের ও উচ্চাভিলাসী সামরিকজান্তার ধর্মীয় লেবাসে অগণতান্ত্রিক শাসন ও শোষণের প্রথম ও প্রত্যক্ষ আক্রমণ আসে বাংলা ভাষার ওপর। তখন থেকেই অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদ আন্দোলন শুরু।

* প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানি শাসনের প্রথম বলির শিকার হন ভাষা শহীদ রফিক, জব্বার, সালাম, বরকত প্রমুখ। ১৯৫৪ সালের মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার জয়লাভ, ১৯৫৮ সালের আইয়ুব খানের সামরিক শাসন-বিরোধী আন্দোলন হতে ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১১ দফা দাবিতে ১৯৬৯ সালের ছাত্র গণ-অভ্যুত্থান সহ প্রতিটি গণআন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব ও অবদান সূর্যালোকের মতো স্পষ্ট।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ নির্বাচন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ও তার দল ১৬৭ টি এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ৩১০ টি আসনের মধ্যে ২৯৮ টিতে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। নির্বাচনে জয়লাভ করা সত্ত্বেও ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়ার গড়িমসি, ভুট্টোর ভেটো। অবশেষে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন। লাখ লাখ জনতার উপস্থিতিতে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধু কেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছেন তার পটভূমি তিনি ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে সুনিপুনভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি হঠাৎ হুইসেল বাজিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি। তিনি ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে পাকিস্তানের ২৩ বছরের জেল, জুলুম,অত্যাচার-নির্যাতন, শোষণ ও নির্যাতনের ইতিহাস বর্ণনা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পেক্ষাপট তুলে ধরেন। এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ঘোষণা করেন: "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" তিনি দেশবাসীকে বলেছিলেন, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য। তিনি বলেছিলেন: "ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।"

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালো রাত্রিতে পাকিস্তানের সামরিকজান্তা ঢাকাসহ সারাদেশে গণ হত্যা শুরু করলে বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১২.২০ মি. অর্থাৎ ২৬ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। ঘোষণাটি নিম্নরূপ:

> This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of Pakistan occupation army is expelled from soil of Bangladesh and final victory is achieved. Khoda Hafez, Joy Bangla. (এই হয়ত আপনাদের জন্য আমার শেষ বাণী। আজ থেকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। যে যেখানে থাকুন, যে অবস্থায় থাকুন হাতে যার যা আছে তাই নিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। ততোদিন পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবেন যতোদিন পর্যন্ত না দখলদার পাকিস্তানীদের শেষ সৈনিকটি বাংলাদেশের মাটি থেকে বহিস্কৃত হচ্ছে খোদা হাফেজ, জয় বাংলা।)**

** অন্যদিকে প্রয়াত রাষ্টপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালে বিশিষ্ট কবি-সাংবাদিক হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনার এক প্রকল্প অনুমোদন করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্যাদি যাচাই-বাছাই করার জন্য ১৯৭৮ সালে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও গুণী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্যকরণ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির তত্ত্বাবধানে ১৯৮২ সালে প্রায় ১৫০০০ পৃষ্ঠা সংবলিত ১৫ টি খন্ডে বিভক্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়। এই দলিলের তৃতীয় খন্ডের প্রথম পৃষ্ঠায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রচারিত স্বাধীনতার ঘোষণা শিরোনামে বর্ণিত। এতে আরো বলা হয় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তাটি ইপিআর (বর্তমান বিজিবি) ট্রান্সমিটারযোগে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে চট্টগ্রামে প্রেরিত হয়।

চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রটি বাঙালি কর্মীদের দখলে থাকায় ২৬ মার্চ, প্রায় ১-৩০ মি. প্রথম অধিবেশনেই চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম.এ.হান্নান বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি পাঠ করেন এবং সন্ধ্যায় দ্বিতীয়বার পাঠ করেন।

জনাব আবুল হাশেম সন্দীপ ২৬ মার্চ রাত প্রায় ৮ ঘটিকায় সংবাদ বুলেটিনে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী প্রচার করেছিলেন। পোস্টার, লিফলেট এবং স্থানীয় পত্রিকাগুলোও বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা ও পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর গণহত্যা ফলাও করে প্রকাশ করেন। ২৬ মার্চ ওয়ারলেস স্টেশনের কর্মচারীরা বঙ্গবন্ধুর বাণী কলিকাতা বেতার কেন্দ্র এবং সমুদ্রগামী জাহাজে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। ২৬ মার্চ রাত্রে বি.বি.সি সংবাদে উলেণ্ঢখ করা হয় যে, ভারত থেকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ "শেখ মুজিব তার প্রদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন"। অপরদিকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণ দেন। যার কিছু অংশ নিম্নরূপ:

> "শেখ মুজিব পাকিস্তানের সংহতি এবং অখ―তার প্রতি আঘাত হেনেছে। এই লোকটি এবং তার দল পূর্ব পাকিস্তানকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করতে চায়। বিগত তিন সপ্তাহ কাল অসহযোগ আন্দোলন করে দেশদ্রোহিতা করেছে, পাকিস্তানের পতাকার অবমাননা করেছে এবং বিকল্প সমান্তরাল সরকার চালানোর চেষ্টা করেছে। এই দেশদ্রোহিতার জন্য তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।"

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণে আর কারো বুঝার বাকি থাকলোনা যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ হিসেবে পৃথক রাষ্ট্রের ঘোষণা দিয়েছেন এবং রক্তাক্ত স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক সামসুল হুদা চৌধুরী লিখেছেন, চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান ২৬ মার্চ বেলা দু'টার দিকে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন এবং মেজর জিয়া ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।[***]

স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের তৃতীয় খ―ের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পাদটীকায় বলা হয়: মেজর জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠের ঐতিহাসিক মূল কপিটি নিরাপত্তার কারণে নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। তবে জিয়ার স্বকণ্ঠে টেপকৃত যে ইংরেজি ঘোষণাটি পাওয়া যায় তা নিম্নে উদ্ধৃত হল:

> The Government of sovereign State of Bangladesh on behalf of our great leader, the supreme commander of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman,

[***] রাষ্টপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে ৩ জুন, ১৯৮১ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে তৎকালীন স্পিকার মীর্জা গোলাম হাফিজ যে শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং যা সংসদে গৃহীত হয় তাতে বলা হয়, জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

> we hereby proclaim the independence of Bangladesh, and that the Government headed by Sheikh Mujibur Rahman has already been formed.
>
> It is further proclaimed that seventy –five million people of Bangladesh and that the Government headed by him is the only legitimate government of the people of independent sovereign state of Bangladesh which is legally and constitutionally formed and is worthy of being recognized by all the government of the world.
>
> I, therefore, appeal on behalf of our great leader Sheikh Mujibur Rahman to the government of all the democratic neighboring countries to recognize the legalll government of Bangladesh and take effective steps to stop immediately the awefull genocide that had been carried on by the army of occupation from Pakistan.
>
> To dub out the legally elected representatives of the majority of the people as secessionist is a crude joke and contradiction to truth which should befool none.
>
> The guiding principles of the new State will be, first neutrality, second peace and third friendship to all enmity to none.
>
> May Allah help us.
>
> Joi Bangla.

(আমাদের মহান নেতা, বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আমরা, সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের সরকার, এতদ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং ঘোষণা করছি যে, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ইতোমধ্যেই সরকার গঠিত হয়েছে। এতদ্বারা আরো ঘোষণা করা হচ্ছে যে, শেখ মুজিবুর রহমানই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধির একমাত্র নেতা এবং তার নেতৃত্বাধীন সরকারই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনগণের একমাত্র বৈধ সরকার, যা আইনসম্মত ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে গঠিত হয়েছে এবং যা পৃথিবীর সকল সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকারী।

অতএব, আমি আমাদের মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে সকল গণতান্ত্রিক ও প্রতিবেশী দেশসমূহের কাছে বাংলাদেশের বৈধ সরকারকে স্বীকৃতি দান এবং পাকিস্তানী দখলদার সেনাবাহিনী কর্তৃক ভয়াবহ গণহত্যা অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি।

বৈধভাবে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধিবর্গকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে অভিহিত করা একটি নির্মম পরিহাস এবং সত্যের বরখেলাপ মাত্র, যার দ্বারাা কারও বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

নতুন রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি হবে প্রথম নিরপেক্ষতা, দ্বিতীয় শান্তি, এবং তৃতীয় সবার সাথে বন্ধুত্ব কারও সাথে শত্রুতা নয়।

আলণ্ডাহ আমাদের সহায় হউন।

জয় বাংলা।)

অতএব একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার জনক। বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা তথা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সমার্থক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। স্বাধীনতার অগ্রদূত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একটি নাম নয় একটি ইতিহাস। যে মহানায়কের জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো কিনা সন্দেহ আছে। বাঙালি জাতির স্বাধীনতার সাথে তিনি ধাপে ধাপে জড়িয়ে ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের ইতিহাস। এই ইতিহাস যাতে বিকৃত না হয়ে বস্তুনিষ্ঠ হয় সে দায়িত্ব আমাদেরই, কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রায় ৪০ বছর অতিক্রান্ত হলেও আমরা সে দায়িত্ব সততা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং সাহসিকতার সাথে যথেষ্ট পালন করতে ব্যর্থ হয়েছি। একটি জাতির জন্যে ৪০ বছর খুব কম সময় নয়। তাই আর সময় অপচয় না করে আমাদের সবারই উচিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যে যতটুকু পারি তাই দিয়ে সহায়ক শক্তি হিসেবে এগিয়ে আসা। এখনো অনেকের কাছে থাকতে পারে মুক্তি সংগ্রামের অমূল্য কোনো দলিল। এগুলো সরকারি উদ্যোগে সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন। দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, দেখেছেন, কোনো-না-কোনোভাবে নির্যাতিত হয়েছেন, যোদ্ধাদের সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের সাথেও যথাসম্ভব যোগাযোগ করে পাওয়া যেতে পারে ইতিহাসের অনেক উপাদান। একটি কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, ইতোমধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বিকৃতির অনেক অপচেষ্টা হয়েছে। আগামীতেও তা হবে না এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাই আগামী প্রজন্মের জন্য বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায় আমাদের এগিয়ে আসা অত্যন্ত আবশ্যক। স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য ও ইতিহাস ধারণকারী দলিলপত্র এবং তথ্যাদি প্রকাশ অনিবার্য হয়ে উঠেছে বর্তমান প্রেক্ষাপটে। দেশের প্রতিটি মানুষ যাতে এসব মূল্যবান দলিলপত্র এবং তথ্যাদি সুলভে পেতে পারে তারও ব্যবস্থা করতে হবে। এই কাজ আন্তরিকতার সাথে সকলেরই করা উচিত। তবেই রক্ষিত হবে বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা ও বিজয়ের সত্য ইতিহাস।

তথ্যসূত্র

১. আনু মাহমুদ(সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু: বাংলাদেশ একটি ইতিহাস*, (ঢাকা: জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ২০১০)।
২. আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের রাজনীতি: সংস্কৃতির স্বরূপ*, (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭)।
৩. সামসুল হুদা চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর* (ঢাকা: NP, ১৯৮৫)।
৪. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *বিতর্ক (সরকারি প্রতিবেদন)*, খণ্ড ৭, সংখ্যা ৮ (৩ জুন ১৯৮১)।